যায়যায়দিন ২৫ জুন ২০১০ শুক্রবার

অপরিচিত লোকের সঙ্গে গাড়ি শেয়ার আর নয়

ইয়াসমীন আরা লেখা

রাতের বেলায় অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বা প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সিক্যাবে ওঠার ক্ষেত্রে যাত্রীদের অধিকতর সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। তাড়া করে ঘরে ফিরতে গিয়ে প্রাণ হারানো বা অঙ্গহানির চেয়ে বড় বিষয় হলো সুস্থভাবে দেরিতে ঘরে ফেরা। মনে রাখতে হবে, যে কোনো পরিবারের একটি মানুষের বিদায় মানে ওই পরিবারের প্রতিটি মানুষকে সারাজীবনের জন্য ক্ষতি এবং মানসিক যন্ত্রণায় ফেলে যাওয়া।

সম্প্রতি দেশের দুই পেশার দুজন তরুণ ব্যক্তি পুলিশের এএসআই মিজান ও এটিএন বাংলার সিনিয়র ক্যামেরাম্যান শফিকুল ইসলাম মিঠু প্রাইভেটকারে উঠে প্রাণ হারালেন ছিনতাইকারীদের হাতে। দুজনই নিজ নিজ গন্তব্যে যেতে অপরিচিত ব্যক্তিদের প্রাইভেটকারে উঠে ছিনতাইকারীদের পাল্লায় পড়েন। ওই অপরিচিত ব্যক্তিরাই যে ছিনতাইকারী সেজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং গাড়িতে যাত্রী সেজে বসেছিলেন সেটা বোঝার পর এই দুই পেশাদার ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হলো। আর এই দুই ব্যক্তির প্রাণ হারানোর ফলে আজ দুটি পরিবার দিশাহারা।

ছিনতাইকারীদের হাতে সাধারণের প্রাণ হারানো নতুন কিছু নয়। এ ধরনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। কোনো কোনো ঘটনা নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা ও পুলিশি অ্যাকশনের ঝড় ওঠে। আবার কোনো কোনো ঘটনা দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। তবে রাতের বেলায় যারা চলাচল করেন তাদের অনেককেই এ ধরনের ঘটনার শিকার হতে হয় বলে জানা যায়। ক'দিন আগে দৈনিক যায়যায়দিনের দু'জন সাংবাদিক একই ধরণের ঘটনায় সর্বস্ব হারান। রাজধানী বা দেশের অন্যান্য নগরের মানুষ অপরিচিত লোকের সঙ্গে যানবাহনে শেয়ার করছেন। আর এরকম শেয়ার করতে গিয়ে ঘটছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি। কখনো কখনো যাত্রীবেশী ছিনতাইকারী তাদের জালে আটকে পড়া যাত্রীর কাছ থেকে টাকা-পয়সা, মোবাইল বা অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যাত্রীটিকে কোনো নির্জন স্থানে নামিয়ে দেয়। কখনো কখনো ওই ছিনতাইকারীরা যাত্রীটির ছিনতাইয়ের পাশাপাশি যাত্রীর চোখে মলম লাগিয়ে দিয়ে তাকে মাঝপথে নামিয়ে দেয়। আবার কখনো যাত্রীকে প্রাণ হারাতে হয় ওই ছিনতাইকারীদের হাতে। তবে ছিনতাইয়ের ঘটনাটি যেরকমই ঘটুক না কেন তার ক্ষতচিহ্ন দীর্ঘদিন ধরে বহন করতে হয় শিকার হওয়া ব্যক্তিটিকে। ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে প্রাণহানির ঘটনা দেশে যেমন বাড়ছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরিচিত লোকের গাড়িতে চড়ার ঘটনাও। বিশেষ করে অধিক রাতে ডিউটি শেষ করে ঘরমুখো মানুষগুলো দ্রুত ফিরে যেতে চান তার আপনজনদের কাছে। সে সময় রুটের বাস বা পাবলিক কোনো যানবাহন না পেলে ঘরমুখো মানুষগুলো কম খরচে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার জন্য যে যানবাহন পান তাতেই চড়ে বসেন। এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ছিনতাইকারীরা তাদের অপকর্ম চালায়।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ এর আগে বেশ ক'বার হুশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, অপরিচিত কারো সঙ্গে যেন ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইভেটকার কিংবা মাইক্রোবাসে রাতের বেলায় কেউ যাতায়াত না করে। বিশেষ করে যে যানবাহনে যাত্রীর সংখ্যা দু'একজন থাকে সে যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বারবার হুশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এসব সতর্কবার্তা প্রচারের পরিমাণ খুব একটা বেশি সেটা বলা যাবে না। এবারো এই দুই তরুণ পেশাজীবী নিহত হওয়ার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ সেই একই ধরনের সতর্কবার্তা প্রচার করেছে। যদিও এ সতর্কবার্তা রাজধানীবাসীকে কতটা সতর্ক করবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

রাজধানীর এক বাসিন্দা হিসেবে আমার মনে হয় এ ধরনের সতর্কবার্তা প্রচার বা প্রকাশের চেয়ে পুলিশ যদি বিভিন্ন সড়কে তাদের রাতের টহল আরো বাড়িয়ে দেয় তাহলে সেটা বিশেষ কাজে লাগবে। এ টহল শুধু লোক দেখানো না হয়ে বাস্তবঅর্থে লক্ষ্য অর্জনের টহল হলে তা রাজধানীবাসীর উপকারে লাগবে। এছাড়া যে স্থানগুলো থেকে এ ধরনের ছিনতাইকারী চক্র যাত্রী উঠায় বা তাদের 'শিকার' ধরে সে স্থানগুলোয় পুলিশি নজরদারি আরো বাড়ানো যেতে পারে। রাজধানীর প্রায় প্রতিটি স্পটে রাতের বেলায় চলা ট্যাক্সিক্যাব, যাত্রীবাহী প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাস থামিয়ে নিয়মিত চেক করা যেতে পারে। রাতে চলা যানবাহনগুলোর নাম্বার প্লেট যাতে সঠিকভাবে দেখা যায় সে জন্য নাম্বার প্লেটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেসব যানবাহনে এ আলো থাকবে না সেগুলোকে জরিমানা করা উচিত। এছাড়া রাতের বেলায় অনেক পুরনো গাড়ি নাম্বার প্লেট বদলে রাস্তায় নামে নানা অপকর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে এমন অভিযোগ আছে। এসব গাড়ির ব্যাপারে পুলিশ বিভাগকে সতর্ক পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সর্বোপরি রাতের বেলায় অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বা প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সিক্যাবে ওঠার ক্ষেত্রে যাত্রীদের অধিকতর সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। তাড়া করে ঘরে ফিরতে গিয়ে প্রাণ হারানো বা অঙ্গহানির চেয়ে বড় বিষয় হলো সুস্থভাবে দেরিতে ঘরে ফেরা। মনে রাখতে হবে, যে কোনো পরিবারের একটি মানুষের বিদায় মানে ওই পরিবারের প্রতিটি মানুষকে সারাজীবনের জন্য ক্ষতি এবং মানসিক যন্ত্রণায় ফেলে যাওয়া। পরিবারের একটি লোক হারানোর ক্ষতি কিন্তু সারাজীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারে না ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি। আর তাই একজন মানুষের ভুলের জন্য একটি পরিবারের সারাজীবনের কান্না কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। একজন মানুষের বোকামি বা অসচেতনতার জন্য তার নিজের জীবন যাবে এবং একটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটা নিশ্চয়ই কোনো মানুষই চাইবে না। আর সে কারণে এখন থেকে প্রতিটি মানুষই তার চলার পথে আরো সচেতন হবে বলে আশা রাখি। পুলিশ কর্মকর্তা মিজান বা ভিডিওগ্রাফার মিঠুর মতো আর যেন আর কারো পরিণতি না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। কোনোভাবেই সময়ের তাড়ায় যেন অমূল্য জীবন হুমকির মুখে না পড়ে সেটা মনে রেখে পথ চলতে হবে। সবসময় ভাবনায় রাখতে হবে সেই প্রবাদটি 'সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।'

ইয়াসমীন আরা লেখা: ডিন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি